দৈনিক সংবাদ

তারিখ 17 JUN 1992.
পৃষ্ঠা 6 কলাম 7

15:A1

12

রিও ঘোষণা

ব্রাজিলের রিওডি জেনেরোতে পরিবেশ সংক্রান্ত ১২ দিনের শীর্ষ সম্মেলন শেষ হয়েছে। মানব জাতির জন্য একটি নিরাপদ বিশ্ব গড়ার লক্ষ্যে এই শীর্ষ সম্মেলনের সাফল্যের চুলচেরা বিচার এখনই সম্ভব নয়। তবে বিপন্ন পরিবেশ রক্ষা ও ইতিমধ্যে পরিবেশের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের এই সম্মিলিত উদ্যোগ সাম্প্রতিক ইতিহাসে এক ধাপ অগ্রগতি বলে সবাই স্বীকার করেছেন।

বিশ্ব পরিবেশ রক্ষার গুরুদায়িত্ব সবাই কাঁধে তুলে নিয়েছেন, সেটাই বড় কথা। তবে তহবিলের সমস্যা রয়েছে। জাপান, ফ্রান্স, বৃটেন, যুক্তরাষ্ট্রসহ উন্নত দেশগুলো আরও বেশী অর্থ সাহায্যের অঙ্গীকার করেছে। যদিও প্রয়োজন আরও অনেক বেশী।

রিও ঘোষণায় বলা হয়েছে, নিজস্ব সম্পদ ব্যবহারের সার্বভৌম অধিকার প্রত্যেক রাষ্ট্রের রয়েছে। তবে দেখতে হবে এই সম্পদ ব্যবহার যেন পরিবেশের ক্ষতির কারণ হয়ে না ওঠে। পরিবেশ সংরক্ষণকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দেখতে হবে।

বিশ্বের এক বিরাট অংশকে দারিদ্র্য ও পশ্চাৎপদতার মধ্যে ফেলে রেখে পরিবেশ রক্ষার কাজে বড় ধরণের সাফল্য লাভ করা কঠিন। রিও ঘোষণায় এই বাস্তব সমস্যাটিও বিবেচনায় রাখা হয়েছে। দারিদ্র্য দূর করার ক্ষেত্রে সব দেশ ও জাতির সহযোগিতার আহ্বান জানান হয়েছে।

শীর্ষ সমেলনে ১৫৪টি দেশ পরিবেশ সংক্রান্ত দু'টি কনভেনশনে স্বাক্ষর করেছে। এর একটি বিপন্ন প্রাণী, উদ্ভিদ ও মাইক্রো বায়োলজিক্যাল প্রজাতি সংরক্ষণ বিষয়ে। অপরটি পরিবেশ রক্ষার উদ্দেশে আবহাওয়া পরিবর্তন সংক্রান্ত।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বায়োডাইভারসিটি কনভেনশনে স্বাক্ষর না করায় তাকে তীব্র সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়েছে।

বাংলাদেশ বিপন্ন পরিবেশের নির্মম শিকারে পরিণত হতে চলেছে। প্রতিবছর বন্যা–ঘূর্ণিঝড় আমাদের নিয়তি হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশের উপকূলভাগ সমুদ্রে তলিয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এসব বাস্তব সমস্যার কথা তুল ধরা হয়েছে।

পরিবেশ সংরক্ষণের কাজটি কোন একক দেশের বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় সম্ভব নয়। রিও শীর্ষ সম্মেলন সেদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এই সম্মেলনকে সম্মিলিত বিশ্ব প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় উদ্যোগ হিসেবে বিবেচনা করা চলে।

পরিবেশ সংরক্ষণে বিপুল পরিমাণ টাকা কে দেবে, সমস্যা শুধু সেটাই নয়। যখন যতটুকু টাকা পাওয়া যায় তার সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা সমস্যাও কম নয়। সব দেশ, সব জাতি যদি সচেতনভাবে প্রাপ্ত তহবিল কাজে লাগাতে পারে, তবেই কেবল ভবিষ্যতে বাড়তি তহবিলের চাহিদা পূরণের বাস্তব সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে।

পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট তহবিল যেন সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করা হয় সে ব্যাপারে জাতিসংঘের বর্ধিত তদারকির ব্যবস্থা থাকা দরকার। আগামী কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করবে রিও শীর্ষ সম্মেলনের সার্থকতা।